হাফেযে কুরআনের
মর্যাদা, গুণাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্য

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

উপাধ্যক্ষ

জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সবুজপত্র

লেখক পরিচিতি

হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানার চরসীতা গ্রামের পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফেয তরীকুল্লাহ, মাতার নাম শাহজাদী বেগম। একাডেমিক ক্লাসের পাশাপাশি আল-কুরআনুল কারীমের হিফয সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ মাসরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে- দ্বিতীয়, প্রথম, প্রথম ও চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে সৌদি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা মুনাওয়ারায় ভর্তি হন এবং 'তাফসীর ও উলূমুল কুরআন' বিভাগ থেকে লিসান্স (অনার্স) ও মাস্টার্স-এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরে নরসিংদী'র জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি একই মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সৌদি আরবের রিলিজিয়াস এটাচের অধীনে বাংলাদেশে 'দাঈ' হিসেবে নিযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন অনলাইন চ্যানেলে ইসলামী অনুষ্ঠানমালায় আলোচক ও বিচারক হিসেবে অংশ নিয়ে থাকেন। তাঁর রচিত-অনূদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন' (অনুবাদ), 'হে আহলে সুন্নাহর অনুসারীগণ! সতর্কতা গ্রহণ করুন' (অনুবাদ), 'সহজ তাওহীদ' (অনুবাদ), 'হাফেযে কুরআনের গুণাবলি, মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য', 'সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা', 'ইবাদাতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদ'আত', 'শির্কের ভয়াবহতা', 'বিদ'আত ও এর মন্দ প্রভাবসমূহ', '১১০টি ফায়দা-সহ সূরাতুল কাহ্ফের তাফসীর' (অনুবাদ)। তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক।

সূচিপত্র

শুরুর কথা	৯
কুরআন হিফয করার ফযিলত ও হাফেযে কুরআনের মর্যাদা	১৬
কুরআনে হাফেয হতে পারা মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত	১৬
হাফেযে কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআনের শাফা'আত পাবে	১৬
কুরআনের হাফেযকে সম্মানের মুকুট ও সম্মানের চাদর পরানো হবে	১৭
কুরআনে হাফেযগণ আল্লাহর বিশেষ লোক	১৭
কিয়ামতের দিন হাফেযে কুরআনরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে	১৮
কুরআন হিফয করা দুনিয়ার যেকোনো সম্পদের চেয়ে উত্তম	১৯
কুরআনের হাফেযগণ সালাতে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবে	১৯
কুরআন হিফয করার হুকুম	২০
শিক্ষার্থী হাফেযের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও করণীয়	২১
ইখলাস	২১
নেক উদ্দেশ্য	২১
একাগ্রচিত্ত ও আত্মার পরিশুদ্ধতা	২২
যোগ্য এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক নির্বাচন	২৩
সার্বিক প্রস্তুতি সহকারে ক্লাসে অংশগ্রহণ	২৪
সতীর্থদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ	২৪
শিক্ষকের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রাখা	২৪
পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে সর্বোচ্চ আগ্রহ ধরে রাখা	২৫
হেফয শোনানোসহ সকল কাজের প্রতিযোগিতায় সর্বাগ্রে থাকার প্রচেষ্টা	২৫
হাফেয শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও করণীয়	২৭

ইখলাস ও নেক নিয়ত	২৭
যাবতীয় উত্তম চরিত্রের সামষ্টিক গুণ	২৭
উদারতা আর কোমলতার মূর্ত প্রতীক	২৮
কল্যাণকামিতার অগ্রদূত	২৯
শিষ্টাচারিতাসহ আল কুরআনের পাঠদানে গভীর আগ্রহী	৩০
আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী মানুষ গড়ার কারিগর	৩১
কুরআনের ধারক-বাহক হিসেবে আবশ্যকীয় সাধারণ গুণাবলি	৩২
কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানাবে না	৩২
সর্বদা বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে	৩৩
রাতের বেলায় তিলাওয়াতের মাত্রা বাড়াতে হবে	৩৩
কোনো অবস্থাতেই যেন মুখস্থ করার পর ভুলে না যায়, এজন্য সর্বদা হুঁশিয়ার-সতর্ক থাকতে হবে	৩৪
তিলাওয়াতের সময় করণীয়	৩৬
কুরআন হিফযের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়	৪৪
উপসংহার	৪৭

শুরুর কথা

কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী। সমগ্র মানবতার জন্য হেদায়াত এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ তিনি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত, উভয় জিন্দেগীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মূল আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। কোনো কিছুরই বর্ণনা বাদ পড়েনি। সর্ব সাধারণের বোঝার জন্য আল্লাহ একে সহজ করে দিয়েছেন। এ কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে সূরা শু'আরায় তিনি বলেছেন,

﴿ وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى
قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

"নিশ্চয়ই এই কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। 'রূহুল আমীন' (তথা বিশ্বস্ত আত্মা- জিবরীল) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। (আর তা অবতীর্ণ হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"
[সূরা ২৬; আশ-শু'আরা ১৯২-১৯৫]

এ কুরআনকে নাযিল করার পাশাপাশি এর হেফাযতের পূর্ণ দায়িত্বও মহান আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এর পঠন-পাঠন, লিখনপদ্ধতি, সংকলন ও একত্রিকরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের সংরক্ষণও তিনি নিজেই করেছেন এবং করবেন।

কুরআন নাযিলের শুরুর দিকে জিবরীল আমিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কুরআন পড়তেন, তখন মুখস্থ করার তাগিদে তিনি বারবার স্বীয় জিহ্বা সঞ্চালন করতেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে বলেন,

﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾
فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ ﴾

"(হে রাসূল!) ওহী তাড়াতাড়ি আয়ত্ত (মুখস্থ) করে নেয়ার জন্য আপনি (ওহী নাযিলের সময়) তার সাথে সাথে আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। নিশ্চয়ই এটা সংরক্ষণ (মুখস্থ) করানো ও (আপনাকে) পড়ানো আমারই দায়িত্ব। সুতরাং, আমি যখন (জিবরীলের মাধ্যমে) তা পাঠ করি, আপনি তখন তা অনুসরণ করুন (মন দিয়ে শুনতে থাকুন); তারপর তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমারই!" [সূরা ৭৫; আল-ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا﴾

"সুতরাং, প্রকৃত রাজাধিরাজ আল্লাহ অতিশয় মহান। (হে নবী!) আপনার প্রতি ওহী নাযিল পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কুরআন পড়তে গিয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আর বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" [সূরা ২০; ত্বা-হা ১১৪]

সংরক্ষণের যে ওয়াদা আল্লাহ করেছেন, এ সবই ছিল সে ওয়াদার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

«أَحْيَانًا يَأْتِيْنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُوْلُ»

"কখনো কখনো আমার নিকট ওহী আসে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়। এ পদ্ধতিটি আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কঠিন। এরপর ওহী নাযিলের অবস্থাটি অপসারিত হওয়ার আগেই বিষয়টি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো ফেরেশতা কোনো এক ব্যক্তির আকৃতিতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তা মুখস্থ করে ফেলি।" [সহীহ বুখারী: ৩২১৫]

কুরআন হিফয করার ফযিলত ও হাফেযে কুরআনের মর্যাদা

কুরআনে হাফেয হতে পারা মহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অগণিত; গুনে শেষ করার সাধ্য কারো নেই। তিনি বলেছেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

"আর তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে যাও, তাহলে কখনো তা গুনে শেষ করতে পারবে না।"

যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন হিফয করার তাওফীক দিয়েছেন, পৃথিবীতে তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে না। তার বক্ষ, হৃদয়, অন্তর ভরে আছে আল্লাহর কালামে, যার একটি অক্ষর উচ্চারণে কমপক্ষে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ»

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে কুরআনের ধারক-বাহক এবং রাতে ইবাদতকারীরা।"

হাফেযে কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআনের শাফা'আত পাবে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন,

«اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يِقُوْلُ الصِّيَامِ : أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي، فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيْهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ»

"রোযা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশের অনুমতি চাইবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও

প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই আমাকে তার জন্য সুপারিশের অনুমতি দিন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকা থেকে আটকে রেখেছি। কাজেই আমাকে তাঁর জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তখন তাদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে।"
[মুসনাদ আহমদঃ ১০/১১৮]

কুরআনের হাফেযকে সম্মানের মুকুট ও সম্মানের চাদর পরানো হবে

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يُجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ، حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ، زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ، إِرْضِ عَنْهُ، فَيُقَالُ: إِقْرَأْ وَارْقَأْ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً»

"কুরআনওয়ালাকে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। কুরআন বলবে, হে রব! তাকে অলংকৃত করুন। তখন তাকে মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। কুরআন আবার বলবে, হে রব! আরো বাড়িয়ে দিন। তখন তাকে মর্যাদার চাদর পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, আপনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাকো এবং উপরের দিকে উঠতে থাকো। আর প্রত্যেক আয়াতের জন্য নেকী বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

কুরআনে হাফেযগণ আল্লাহর বিশেষ লোক

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ لِلّٰهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّا سِ» قَالُوْا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَهْلُ الْقُرْ آنِ، هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ»

"(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,) মানুষের মধ্যে আল্লাহর একান্ত নিজস্ব কিছু লোক আছে।" সাহাবাগণ জানতে

কুরআন হিফয করার হুকুম

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয করা 'ফরযে কেফায়াহ'; অর্থাৎ, মুসলিমদের একটি দল যদি কুরআনে হাফেয হয়, তাহলে বাকি সবার পক্ষ থেকে 'হিফয করা'র ফরযটা আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় পুরো উম্মত গুনাহগার হবে।

ইমাম জুয়াইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমন পর্যাপ্তসংখ্যক মুসলিমকে হাফেযে কুরআন হতে হবে, যাতে করে কুরআনের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঢুকে পড়ার ন্যূনতম আশঙ্কাও না থাকে। যদি সেটা হয়, তাহলে বাকি উম্মতের পক্ষ থেকেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলকে গুনাহের ভাগিদার হতে হবে।"

ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয করা উম্মতের উপর ফরযে কেফায়াহ। আর প্রতিটি মুসলিমের উপর অন্তত এ পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করা আবশ্যক, যতটুকু ছাড়া তার সালাত শুদ্ধভাবে আদায় হবে না।"

সুতরাং, বোঝা গেল যে, একদল মুসলিম হিফয করার শর্তে বাকি উম্মত কুরআন হিফযের 'ফরয' থেকে মুক্ত হতে পারবে। পাশাপাশি তাদের সবার জন্য হাফেযে কুরআন হওয়াটা হুকুমের দিক থেকে 'মুস্তাহাব' হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, শরয়ী ইলম অর্জন করতে চায়, এমন প্রত্যেক তালেবে ইলমের জন্য সর্বাগ্রে কুরআন হিফয করা বাঞ্ছনীয়। এরপর সে অপরাপর ইলম অর্জনের দিকে অগ্রসর হবে। পূর্বযুগের মনীষীদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, কেউ কুরআনে হাফেয না হলে তাঁরা তাকে হাদীস বা ফিকহের ইলম শেখাতেন না। ইমাম ইবনে আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয করা সবার জন্য ফরয নয়। কিন্তু, আলেম হতে চায় এমন প্রত্যেকের জন্য কুরআন হিফয করা খুবই জরুরি।"

আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, কুরআন হিফয করাটা যেমন নেয়ামত, তেমন এক বিশাল জিম্মাদারিও বটে। হিফয করার

পর অবহেলাবশত এটি ভুলে যাওয়াটা একই সাথে কুরআনের মর্যাদার পরিপন্থী এবং আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ কুরআন ভুলে যাওয়াকে গুনাহ হিসেবে গণ্য করতেন। এমনকি সালাফ সালেহীনের অনেকে এটিকে 'কবীরা গুনাহ' হিসেবে দেখতেন। সুতরাং, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মাথায় রেখে হিফয শুরু করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে তাকে গুনাহগার হতে না হয়।

***

শিক্ষার্থী হাফেযের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও করণীয়

ইখলাস

একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সে কুরআন হিফয করবে। কারণ, এটি সর্বোত্তম ইবাদত। ইখলাস ব্যতিরেকে কোনো ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾

"তাদেরকে তো কেবল এ নির্দেশটাই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন দীনকে শুধুই আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ রেখে বিশুদ্ধ অন্তরে তাঁর ইবাদাত করে।" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

"যাবতীয় আমলের সাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্যে তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করে।"

সুতরাং, হিফযুল কুরআনের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

নেক উদ্দেশ্য

কুরআন মুখস্থ করার পেছনে দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। ধন-সম্পদ অর্জন, নেতৃত্ব, সম্মান, সমসাময়িকদের উপর প্রাধান্য

ভাই। সুতরাং, সে যেন তার উপর জুলুম না করে, তাকে লাঞ্ছিত এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা না করে। তাক্বওয়া তথা আল্লাহর ভয় এখানে থাকে। তাক্বওয়া তথা আল্লাহর ভয় এখানে থাকে।" এ বলে তিনি তাঁর বক্ষ মুবারকের দিকে ইশারা করেন। (অতঃপর বললেন) "কোনো ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা করে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান হারাম। আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা শরীরের দিকে তাকাবেন না, তিনি তাকাবেন তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে।"

***

হাফেয শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও করণীয়

হাফেযে কুরআন উস্তাদ; যিনি হাফেয বানানোর সুমহান পবিত্র দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকবেন তাঁর কিছু সুনির্দিষ্ট গুণ থাকা দরকার। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা আলোচনা করা হলো–

ইখলাস ও নেক নিয়ত

এ দুটি গুণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য সমানভাবে আবশ্যক। কারণ ইখলাস ও সহীহ নিয়ত ব্যতীত কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়।

যাবতীয় উত্তম চরিত্রের আধার

আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতসম্মত প্রশংসনীয় গুণাবলির সমাহার ঘটবে তাঁর চরিত্রে। দুনিয়াবিমুখতা, অল্পে তুষ্টতা, উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, উত্তম স্বভাব, হাসিখুশি চেহারা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, যাবতীয় কলুষতা থেকে দূরে থাকা, পরহেজগারী, বিনয়, নম্রতা, শান্তশিষ্টতা, গাম্ভীর্যতার মতো অনন্য গুণের অধিকারী হবেন তিনি।

ইসলামসম্মত বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিও তিনি যত্নবান হবেন। গোঁফ ছেটে ফেলা, দাড়ি লম্বা করা, অপ্রয়োজনীয় চুল কেটে ফেলা, নখ কাটা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করাসহ বৈধ সৌন্দর্যগুলো ধারণ করবেন। হিংসা, লৌকিকতা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মম্ভরিতা পরিহার করবেন। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাসবীহ-তাহলীল, যিকির ও দোয়ার উপর আমল করবেন। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বদা আল্লাহর কথা মনে রেখে সব বিষয়ে তার উপর নির্ভর করবেন। ছাত্রদের জন্য তিনি হবেন অনুকরণের অনুপম নমুনা।

উদারতা আর কোমলতার মূর্ত প্রতীক

যারা তাঁর কাছে পড়তে আসবে তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় স্বাগত জানিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান করবেন। তাঁকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, তিনি যদি কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাঁর পাশ থেকে সরে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে এটাই শেখাতে গিয়ে বলেছেন,

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ﴾

"(হে রাসূল!) এটা আল্লাহরই রহমত যে, আপনি তাদের ব্যাপারে নরম কোমল। যদি আপনি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং, আপনি তাদের (মূর্খতা ও অপরাধ) ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজ-কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ﴾

কুরআনের ধারক-বাহক হিসেবে আবশ্যকীয় সাধারণ গুণাবলি

আল কুরআনের শিক্ষার্থী হোক আর শিক্ষক হোক, পূর্ণ কুরআনের হাফেয হোক বা না হোক; কুরআন নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের নিম্নবর্ণিত গুণে গুণান্বিত হওয়া অতীব জরুরি।

যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে কুরআনের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করবে। দুনিয়াদার ও অহংকারীদের সংশ্রব ত্যাগ করে নেককার কল্যাণকামী সাধারণদের সাহচর্য গ্রহণ করবে। কোনো অবস্থাতেই কুরআনের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হতে দেবে না; সমুন্নত রাখবে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ارْفَعُوْا رُءُوْسَكُمْ فَقَدْ وُضِحَ لَكُمُ الطَّرِيْقُ، فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ، وَلَا تَكُوْنُوْا عِيَالًا عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ, হে কুরআন পাঠকেরা, মাথা তুলে দাঁড়াও। তোমাদের জন্য সঠিক পথ খুলে দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমরা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো। আর তোমরা মানুষের উপর বোঝা হয়ে থেকো না।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করবে আর পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করবে। কোনো রাজা-বাদশা, আমীর-উমরার কাছ থেকে কিছু পাবার আশা তারা করবে না।

কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানাবে না

আব্দুর রহমান বিন শিবল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ»